দারিদ্রতা কি আসলেই বাল্যবিয়ের কারণ?

সমাজে প্রচলিত ধারণা দরিদ্র পরিবারগুলোতে বাল্যবিয়ের হার বেশি। ধারণা করা হয়, সংসারের আর্থিক চাপ কমাতে মেয়েশিশুর বিয়ে দিয়ে অন্য সংসারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু ছেলেশিশুর বেলায় এই ধারণা প্রযোজ্য নয়। বরং দরিদ্র পরিবারকেও যৌতুকের পাশাপাশি নানা উপঢৌকনের অনৈতিক দাবী মেটাতে হয়। মেয়েশিশুটি নির্যাতনের শিকার হয়ে মা-বাবার সংসারে ফিরে আসলে পরিবারটি আরো দরিদ্র হয়ে পড়ে।

বাল্যবিয়ে দিলে দারিদ্রতা কমে না বরং আরো বাড়ে

বৈষম্যমূলক আইনগুলো কি বাল্যবিয়েকে গ্রহণযোগ্য করছে?

বাংলাদেশে বিরাজমান বৈষম্যমূলক আইন (যেমন: উত্তরাধিকার আইন, অভিভাবকত্ব আইন ইত্যাদি) ও নীতিমালা ছেলেশিশুকে পরিবার ও সমাজের কাছে সম্পদ ও নির্ভরযোগ্য করে তুলেছে। পাশাপাশি মেয়েশিশুর সাথে বৈষম্য করে তাকে বোঝা ও পরনির্ভরশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সব বৈষম্যমূলক আইন ও নীতিমালা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে বাল্যবিয়েকে গ্রহণযোগ্য করে তুলছে।

পরিবার থেকে রাষ্ট্র সর্বস্তরে মেয়েশিশু ও ছেলেশিশুর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এর গুরুত্বপূর্ণ দিক

সংজ্ঞা: বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ২১ বছর পূর্ণ করেন নাই এমন কোনো পুরুষ এবং ১৮ বছর পূর্ণ করেন নাই এমন কোন নারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় তাদের কোন এক পক্ষ বা উভয় পক্ষের বিয়ে বাল্যবিবাহ বলে গণ্য হবে।

শাস্তি: এই আইন অনুযায়ী কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করলে তা হবে অপরাধ। প্রাপ্ত বয়স্ক কেউ এই অপরাধ করলে অনধিক ২ বছর বা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেউ বাল্যবিবাহ করলে অনধিক ১ মাসের আটকাদেশ বা ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তিযোগ্য হবেন।

বাল্যবিবাহ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে পিতামাতা বা অভিভাবক, বিবাহ পরিচালনাকারী ব্যক্তি এবং বিবাহ নিবন্ধকও শাস্তিযোগ্য হবেন। এজন্য তারা অনধিক ২ বছর ও অন্যূন ৬ মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। এছাড়া বিবাহ নিবন্ধকের লাইসেন্স বা নিয়োগ বাতিল হবে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি: বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা ২০১৮ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং স্থানীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি সমন্বয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হবে। বিধি মোতাবেক কমিটি তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

বয়স প্রমাণের দলিল: বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে নারী বা পুরুষ উভয়কেই বয়স প্রমাণের জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয় পত্র, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট অথবা পাসপোর্ট প্রদান করতে হবে।

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ: বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট দণ্ড আরোপ করতে পারবেন।

কে অভিযোগ করতে পারে: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও যে কোন ব্যক্তি আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট

৬/৪ এ, স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭, ফোন: +৮৮০২৯১৩০২৬৫, ইমেইল: info@wecan-bd.org, ওয়েবসাইট: www.wecan-bd.org

Canada — Creating Spaces is undertaken with the financial support of the Government of Canada, provided through Global Affairs Canada

WE CAN Bangladesh

OXFAM

CREATING [ ] SPACES TO TAKE ACTION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN & GIRLS

বাল্যবিবাহ বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে

Canada — Creating Spaces is undertaken with the financial support of the Government of Canada, provided through Global Affairs Canada

WE CAN Bangladesh

OXFAM

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭' অনুযায়ী কন্যাশিশুর ১৮ বছর এবং পূত্রশিশুর ২১ বছর বয়সের নিচে বিয়ে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ

কেন আমরা বাল্যবিবাহকে না বলবো?

বাল্যবিবাহ একটি সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির নিষ্ঠুর বহিঃপ্রকাশ, যা যুগ যুগ ধরে সমাজ সমর্থন দিয়ে আসছে।

নিরাপত্তা, দারিদ্রতা ও সামাজিক মর্যাদার কথা বলে সমাজ মেয়েশিশুকে বিয়ে দিতে মা-বাবাকে বাধ্য করে। ফলে মেয়েশিশুকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে মা-বাবারা বোঝামুক্ত হতে চায়।

মেয়েশিশুকে যোগ্য করে গড়ে তুললে সে পরিবারের দায়িত্ব পালন সহ একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে সচেতন নাগরিক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

সারা বিশ্বে বাল্যবিবাহের হার কমলেও
বাংলাদেশে বেড়েছে

বাল্যবিবাহের হারে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ

বাংলাদেশে প্রায় ৫৯ শতাংশ মেয়ের বিয়ে

১৮ বছরের আগেই হয়ে যায়

*তথ্যসূত্র: স্টেট অফ দি ওয়ার্ল্ডস চিলড্রেন ২০১৭ প্রতিবেদন, ইউনিসেফ

মেয়েশিশু কি পরিবারের জন্য বোঝা?

মনে করা হয় 'মেয়েশিশু বোঝা, ছেলেশিশু সম্পদ'। তাই ছেলেশিশু লেখাপড়া ছাড়াও আয়মূলক কাজের সাথেও যুক্ত হতে পারে। কিন্তু মেয়েশিশুর শুধু লেখাপড়াই বন্ধ করে দেয়া হয় না বরং তাকে আয় উপার্জনমূলক কাজের দক্ষতা লাভের সুযোগও দেয়া হয় না। পরিবারে মেয়েশিশুটির অস্তিত্বই যেন বাড়তি বোঝা হয়ে ওঠে। তাই পরিবার ও সমাজ মনে করে বোঝামুক্ত হওয়ার একমাত্র বিকল্প মেয়েশিশুর বিয়ে।

সুযোগ ও সমর্থন পেলে মেয়েশিশু বা ছেলেশিশু উভয়ই পরিবারের সম্পদ হয়ে ওঠে

নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি কি বাল্যবিয়ের কারণ হতে পারে?

ঘরে-বাইরে যে কোন শিশুর যৌন হয়রানির আশঙ্কা থাকে। মেয়েশিশুকে যৌন হয়রানি থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হিসেবে পরিবার ও সমাজ বেছে নেয় বাল্যবিয়েকে। আবার মেয়েশিশুর যৌনতাকে পারিবারিক সম্মানের সাথেও যুক্ত করা হয়। ফলে পারিবারিক সম্মানকে সুরক্ষিত করতেও বাল্যবিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু বাল্যবিয়ে দিয়ে যেমন যৌন হয়রানি বন্ধ করা যায় না, তেমনি পারিবারিক সম্মানকেও সুরক্ষিত করা যায় না। গবেষণা বলছে, বিয়ের পরে স্বামী ও শ্বশুর বাড়িতে ৮০.২% নারী নির্যাতনের শিকার হয়, যার মধ্যে আবার ২৪.৮% যৌন নির্যাতন।[১]

বাল্যবিয়ে দিয়ে মেয়েশিশুকে নিরাপদ রাখা সম্ভব না

১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিবেদন ২০১৫

* বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত যুক্তিগুলো 'জেনারেট এভিডেন্স অন কি থিঙ্কস (চাইল্ড, আরলি অ্যান্ড ফোর্সড ম্যারেজ) ২০১৮' গবেষণা থেকে নেয়া হয়েছে।